সামাজিক থিয়েটার ঃ শুধুই মুখে …শ, মুখ নাই কোনো?

চন্দন সেন

সমাজ আর তার সৃজক মানুষ আর মানুষের সাথে কিংবা সমাজের সাথে নাটকের সম্পর্ক নিয়ে প্রায় সব আপ্তবাক্যই এখন বহুশ্রুতিতে আর অবাধ উদ্ধৃতিতে ক্লিশে হয়ে পড়ছে। পূর্ব গোলার্ধের এই বংগভূমি বড়ই উদ্ধৃতিবিলাসী। বিজ্ঞান - মনস্কতার যুগে, যুক্তি প্রতিষ্ঠার বিকল্পে যখন মহাজনদের রচনা - ব্যাংক থেকে লাগামছাড়া উদ্ধৃতি তুলে আক্রমণ বা আত্মরক্ষা করা হয় তখন তা উদ্ধৃতি - ব্যবহারজীবীর দুর্বলতাকে কিংবা আত্ম-প্রত্যয়হীন ভক্তিবাদকেই প্রকাশ করে। ‘কাকে বলে নাট্যকলা’ গ্রন্থের শম্ভু মিত্র কথিত বহুব্যবহৃত -- ‘নাট্যকলার কেন্দ্রে থাকে যে মানুষ, সে কখনই বিমূর্ত নয়, রক্তমাংসের মানুষ’, ---মন্তব্যটি নিয়ে যতবার আমরা ইতিমধ্যে আমাদের বিজ্ঞতা আর রাজনৈতিক দর্শনের ঢাক পিটিয়েছি, ততবারই আমরা গুত্ব দিতে ভুলে গেছি -- ঐ কথনের অনালোকিত দুটি উল্লেখযোগ্য শব্দকে ‘বহুস্তরিক’ আর ‘বহুপার্শ্বিক’। ‘বহুস্তরিক’ আর ‘বহুপার্শ্বিক’ মানুষের সম্পর্ক যেমন সমাজের সংগে তেমনি নিজের সংগে একান্ত গোপন সম্পর্ক তার এবং এই সম্পর্কের বহুবর্ণী তন্তুজাল নিয়েই তো নাটকের অন্তররংগ বহিরংগ। অতি - উদ্ধৃতির অভিঘাত এড়িয়েই ‘বহুস্তরিক’ আর ‘বহুপার্শ্বিক’ শব্দদুটি কিন্তু এখনো খুবই প্রাসংগিক। নইলে যে সমাজ, যে মানুষ আর ঐ দুয়ের ভিতের উপর গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক সৃজন - সবই তো এই দু- দুশকের মধ্যে এমন উল্টে - পাল্টে গেল, এমন সব জটিলতা আর ঝিায়নী খুচরো ও পাইকারী অনুষংগগুলো তাদের জাপটে ধরলো যে পুরনো উদ্ধৃতি দিয়ে সমাজ আর নাটকের বহমান স্রোতগুলোকে চিনবার আর চেনাবার সহজ রাস্তাগুলো বোধহয় বন্ধ হয়ে এলো। এই দু- দশকের মানুষের চারপাশে নানাস্তরে দ্রুতিবিলাসী বৈশ্য সময়ের নিত্যনতুন অভিঘাত -- মাথাভর্তি দেড়শো বছরের তত্ত্ব, বুকভর্তি বিপ্লবী আগুন, চোখভর্তি শ্রমজীবীর জিগীষা - স্বপ্ন নিয়ে চলতে চলতে যাঁরা রোল - মডেল দাঁড় করিয়েছিলেন একাধিক রাষ্ট্র কিংবা দু - তিনটি রাজ্যকে তাঁরাই আজ নতুন শতকে মার্ক্সবাদের ফলিত চেহারা নিয়ে তর্কে - বিতর্কে হাঁপাচ্ছেন, নানাস্তরের এক্সপেরিমেন্ট, কিন্তু সিদ্ধান্ত দূর - অস্ত। লাল কার্পেটের উপর হাঁটতে হাঁটতে আন্তর্জার্তিক শাখা - প্রশাখা বিস্তারকারী শিল্পসম্রাট স্বেচ্ছায় কমিউনিস্ট রাজ্যনায়ককে দেশের ‘সেরা মুখ্যমন্ত্রী’ ঘোষণা করছেন। মধ্যবিত্তের হেঁসেল ঘরে এখন ইলিশ চমকায় বছরে দু - একবার, কিন্তু শোবার ঘরে ইলেকট্রনিক্স পণ্য ঢোকে অনেকবার। তাদের ‘দিলমাঙ্গে মোর’, তাদের মুখে স্বর্গজয়ের জিংগল্ -- ‘মেরা স্বপ্ন মেরা মাতি’, একটি সিমেন্ট কোম্পানীর বিজ্ঞাপন তাদের শ্বাস ধরিয়ে ছাড়ছে --- ‘আপনার বাড়ী হোক আপনার পরিচয়’, একটা বিস্কুট কোম্পানী বাচচাদের সফলভাবেই শেখাচ্ছে--- ‘অল্পেতে সাধ মেটে না, অন্যের সাথে ভাগ করে খেতে ঘেন্নাবোধ করো।’ নুন আনতে পান্তা ফুরনো ঘরের কিশোরী ১৯টি দ্রব্যগুণ মেশানো সাবান আর শ্যাম্পূ কেনার বায়না ধরে, কারণ সে বিজ্ঞাপনে দেখেছে অন্তত ঃ ১৯ জন সুদর্শন তণ (ঐ সাবান - শ্যাম্পু মাখলেই) তার পিছনে ছুটবে হিরোহণ্ডা নিয়ে! --- কালো মেয়ের সমস্যা নিয়ে নাটকের দিন শেষ, কারণ ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলি ক্রীম মেখে অতি কালো মেয়ে দ্রুত আশ্চর্য শ্বেতশুভ্র লাবণ্য ফিরে পায়, ক্রিকেটের ধারাবিবরণী দিতে ডাক পড়ে তার এবং তার জন্য শ্রীকান্তর মতো সুদর্শন ক্রিকেট - হিরো সহাস্যমুখে অপেক্ষা করে। টেস্ট- টিউব শিশুর যুগে ‘সেতু’ নাটক লিখবে কে? শহরে গঞ্জে পুরনো বাড়ী কিংবা বাড়ীর সঙ্গে লাগানো ৫-৬ কাঠা জমির সন্ধান পেলেই যেখানে সমাজসেবী যুবকেরা হামলে পড়ে প্রোমোটারির সুগার - ফ্রি প্রস্তাব নিয়ে সেখানে কোন বিধায়ক ভট্টাচার্য বেকারদের নিয়ে ‘ক্ষুধা’ নাটক লিখবেন? গ্রামের অবস্থ

াতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঢেউ, সেখানে ভাঙা - পথের রাঙা ধুলোয় পড়ে থাকে লে (Lay) কোম্পানির আলুভাজার, ভুল হোল, চিপ্সের ছেঁড়া প্যাকেট আর কোক্ পেপসির ক্যান্। মহাজনরা হয় ডি-ক্লাশড্ হয়ে প্রভাবশালী সমাজসেবীর ভূমিকায় ভোট নিয়ন্ত্রকের গুত্ব অর্জন করছেন, নইলে শহরে গিয়ে বাণিজ্যে লক্ষ্মী খুঁজছেন, ---পুলিশও একদম বদলে গেছে। ৬০-৭০ দশকের সমাজ, সমাজসেবী, পুলিশ, জনতা -- সবকিছুর এমন আশর্চ্য রূপান্তর ঘটেছে যে পুলিশকে অ াজ জনসংযোগ করতে গান- নাটক করতে হচ্ছে। সামাজিক সমস্যাগুলো বুদ্ধি দিয়ে বুঝে চোর - ডাকাতের দিকে হাত ব াড়াতে হচ্ছে, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই এবং পুরো নিরামিষাশী যাতে না হতে হয় তার জন্য মাঝে মাঝে দু - একজন নিরীহ সন্দেহভাজনকে একটু বেশি বেশি পেটাতে হচ্ছে, --- অবশ্য ভালো করে সন্দেহভাজনের জামার গন্ধ শুঁকে নেবার পর।

উৎপল দত্ত, অমল রায়, শ্যামলতনু, রাধারমণদের নাটকের পুরনো পুলিশ এখন কোথায়? --- তেমন করে শোষণই বা এখন কই, যাও বা বাজপেয়ী - আদবানির সরকার একটা ছিল -- গত নির্বাচনে তা - ও কুপোকাত হওয়ায় বাংলা থিয়েট ারের এসট্যাবলিশমেন্ট - বিরোধী পুরনো তলোয়ারগুলো অধিকাংশই কেমন রঙচটা টিনের তলোয়ার হয়ে উঠল। যাঁরা দিনবদলের স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানবিরোধী আবেগের ঝড় তুলে ক্ষমতায় এলেন, তাঁরা এতদিনে বুঝে গেছেন এবং এখন বিল ম্ব হলেও বোঝাতে লেগেছেন, দিন - রাত্রি, আহিককদি, বার্ষিকগতি, জোয়ারভাটা, মাটিজল -- এসব বদলাবার জিনিস নয়! প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস করতে হলে সবকিছু মানিয়ে নেওয়ার মতো মন তৈরীটাই আসল কাজ। তাই নতুন যুগের ভে ারে নতুন আপ্তবাক্য দিন বদলাবার ভাবনা পরে, আগে মন বদলাও। বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিচ্ছে পুরনো কারখানাগুলো, বড় বড় চওড়া রাস্তা উড়িয়ে দিচ্ছে দুপাশের লোকালয়, রঙ-বেরঙের বিজ্ঞাপনে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রাম - শহরের বা স্তিস্তম্ভ, উঁচু সেতু আর রাস্তার প্রান্তিক আকাশবিহারী শূন্যতা। ফাঁকা শষ্যক্ষেত্র, জলাভূমি সংস্কার করে আকাশচুম্বী আব াসন, --- নাগরায়নের থাবা লম্বা হচ্ছে। তিন দশক আগে শুধু থিয়েটার নয়, সামাজিক প্রতিবাদ চেহারা যাত্রায় শান্তিগে াপালকে বলিয়ে ছেড়েছিল---- "বিপ্লবস্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।" সেই বিপ্লবী আবেগের অভিজ্ঞতাক্লান্ত সঁ াঝবেলায় এখন যোগ - বিয়োগ -এর নিখুঁত হিসাবশাস্ত্রে নির্ণয় হয়ে যাচ্ছে এ সময়ের চালু নাট্যভাবনা। এই সময়ে এটাই তো স্বাভাবিক, 'যেমন চলছে চলুক না' ---ধারণার এই প্রতিবাদী মেঘনাদ বধ পর্বে--- অতুলনীয় যত্নে আর ভালবাসায় তৈরি জসীমুদ্দীনের লোকগাথা যতটা সাফল্য পাবে, ততটাই যৌবন - আদৃত হবে বিপ্লবের আগে চন্দ্রবিন্দু দেওয়া নৈর াজ্যবাদী খিস্তিখোরদের পিলে চমকানো সংলাপ। শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি এরকম একটি কথা বলেছিলেন, অবগাহক উঠে যাওয়া মাত্র জলাশয়ের জল তার দেহের জায়গাটা ভরাট করে দেয়! ---আর একটু আধুনিক উদাহরণ অক্লেশে দেওয়া যায়, -- -লোকালয়ে ফাঁকা জমি পেলেই বেসরকারী পুনর্বাসন দপ্তরের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা বড় বড় উঁচুউচুঁ ফ্ল্যাট তুলে বেক ারদের আর গৃহহীনদের স্বপ্নের বাড়ীর ব্যবস্থা করে দেয়, সানন্দ আগ্রহে। থিয়েটারেও সম্প্রতি এমন বাজার - বোঝা প্রে ামোটারদের দিন এসে গেছে। অন্ততঃ যে থিয়েটারের সঙ্গে বাঙালীর দীর্ঘদিনের গেরস্থালি, বরাবরই আমাদের রক্তে অ াবহমানকাল ধরে মিশে থাকা প্রতিবাদী আবেগের পরিতোষণ করে সাবালক হয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে। দুশো বছরের বেশি সময় ধরে যে প্রসেনিয়ম থিয়েটারকে নৃপতি - ভূপতি আর ফুর্তিবাজদের আসর-বসার থেকে বার হয়ে ব্যাপক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেলো তার সবকটি অবিস্মরণীয় মাইলস্টোনের গায়ে ছিল প্রতিবাদী চেতনার রং। 'নীলদর্পণ' থেকে 'নবান্ন' হয়ে 'রক্তকরবী', 'টিনের তলোয়ার' থেকে 'পাপপুণ্য' কিংবা 'বেলা - অবেলা' --- সব কটি ঐতিহাসিক প্রয়ে াজনা স্থিতাবস্থার পা হারাদারীর বিপ্রতীপ মেতে। আমাদের থিয়েটারের তিন অতিকায় টাইটান, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত অ ার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় --- নিজেদের স্বাতন্ত্র্য আর সৃজনী প্রতিভা নিয়েযে বিচিত্র নাট্যপ্রয়োজনাগুলো উপহার দিয়েছেন তার সবগুলো স্মর্তব্য সৃজনই নিজেদের মতো করে প্রতিবাদী উচচারণ। পরবর্তী প্রজন্মের সেরা পরিচালক বিভাস চত্রবর্তী যখন আমাদের থিয়েটারের দুই সেরা নাট্যকারের দুটি নাটক 'রাজরক্ত' আর 'চাকাভাঙা মধু' মঞ্চায়িত করেন অ ামাদের নাট্য-দর্শকদের প্রাপ্তির ঘর আর তৃপ্তির ঘর ভরে উঠেছিল।

কিন্তু তিন দশকে ছবিটা আস্তে কেমন বিচিত্র দিকে বাঁক নিতে লাগল। সবুজ বিপ্লব ভূমি বিপ্লব, বিজ্ঞান আর কারিগরি বিদ্য ার চরম বিস্ফোরণ ইত্যাদি ভারী ভারী নীরক্ত শব্দকে সরিয়ে যা সাধারণ মানুষের সামনে চলে এলো তা হচ্ছে এক আশর্চ্য সর্বগ্রাসী আপোষকামিতা। শ্রেণীসংগ্রাম, ক্ষুধার বিদ্ধে লড়াই তীব্র রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদির বদলে একটা সবকিছু মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা, বাঙালী- জীবনের কৈশোর আর যৌবন তিন দশক আগের ফুটবল প্রেম

আর থিয়েটার প্রেম থেকে অনেকটাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কেরিয়ার তৈরীর প্রবল ইঁদুরদৌড়ে স্বামী - স্ত্রী আর তাঁদের নিয়ন্ত্রিত সৃজনের একটিমাত্র সন্তান এখন পাঠশালা - প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পাশ কাটিয়ে মন্তেসরি, ইংশিল মিডিয়মের স ামনে ভীড় বাড়াচ্ছে। এইসব দেশী সাহেবী স্কুলগুলোর সামনে নিয়মিত গোল হয়ে বসে থাকা সুসজ্জিতা মায়েরা অলিখিত ক্লাব তৈরী করে ফেলেছেন, যেখানে বাচচার ছুটি না হওয়া পর্যন্ত সরস আড্ডায় শ্যাম্পু থেকে সিরিয়ালের সোপ - নাট্য, কেচ্ছা থেকে কাঁথাস্টিচ শাড়ী, পরকিয়া থেকে প্রসাধনচর্চায় নিত্য নতুন বিনোদনী নাট্য তৈরী হচ্ছে। এই মায়েদের সমাজ - রাজনীতির দিন বদলের কথা শোনাবে কোন্ নাটক? ---পথের পাঁচালীর অপুর -দুর্গার গ্রামে বিভূতি - ভূষণের ভত্তরা শহর থেকে ছুটে গিয়ে উল্লাসে দেখতে পান, স্মৃতির জলছবির অনেকটাই জীবন্তরূপ!

এখনো ভাঙা বাসা, দুর্দশাগ্রস্ত পথ পরিবেশ, মরা ইছামতির পাড়ে মেঠো রাস্তায় সাইকেল আর পথচারীদের নিত্যদিনের যাতায়াত, তবু ঐ গ্রামে এখন অন্ততঃ দু-দুটো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আধুনিক অপুদের জন্য, আর একটি বিউটি পার্লার আধুনিক দুর্গাদের জন্য। উত্তরবঙ্গ থেকে মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত প্রান্তিক অঞ্চলে দেখা যায়, টেলিফোন বুথ আর কিশে ারীদের গায়ে কেতা - দুরন্ত সালোয়ার - কামিজে সস্তা হিন্দী ফিল্মের দামী চমক। এইসব সর্বগ্রাসী আধুনিকতার বিস্তার আর বিস্ফোরণের সামনে মানুষএখন বছরে দু-একবার উৎসব চায়, নানারকম মেলায় মাতে, কয়েকবছর অন্তর নির্বাচনের সাময়িক উত্তাপ মন্দ লাগে না, কিন্তু প্রতিবাদ, প্রতিবাদী নাটক?দুর, মনখারাপ লাগলে অনল - কাকলীর যাত্রাপালা "আ মি মিস ক্যালকাটা" দেখব, ভিডিও হয়ে গিয়ে বচচনকে দেখব, নিজের বাড়িতে না থাক, পাশের বৌদির ঘরে গিয়ে 'চুনি - পান্না' কিংবা 'কুসুম' দেখব, ---ঐসব ফালতু নাটক দেখতে যাব কেন? মাঠে ফলসের লড়াই নেই, ভোটে বিরোধীদের লড় াইয়ে হাস্যকর হাউই বাজী, ঘরে কিস্তিবন্দী টোনাটুনি নতুন কেনা কালার টিভির পরের আইটেম জয়ের স্বপ্নে টু-ইন - ওয় ান আর রট আয়রণ আসবারের মূল্য তালিকা দেখে, থিয়েটারে তাই প্রতিবাদী চেতনার অনুপস্থিতি, ফাঁকা জায়গাভরাট করতে মহানাগরিক থিয়েটারে তাই বৃদ্ধ - বৃদ্ধার হারিয়ে যাওয়া প্রেমের তুফানী হাওয়া, পুরাণ কিম্বা লোককথার বিনে াদন গাথা,জাতিদাংগার আগুন অনেকটাই নিভে যাওয়ার পর নিরাপদ সময়ের ও দূরত্বে বসে সরস সেকুলার গপ্পো! তবু এসবের প্রতিতুলনায় নতুন এক যৌবন - দৃপ্ত আরম্ভের আগমনী যে শোনা যাচ্ছে না, সে কথা বলি কি করে? সুমন মুখোপাধ্যায় শাঁওলী মিত্রের যৌথ চেষ্টায় নতুন সূত্রের খোঁজ শু করেছেন, কৌশিক সেন আকাদেমি চত্বর ছেড়ে দিয়ে সুজ াতা সদনে নতুন ভাবে নতুন নতুন নাট্যের পরীক্ষা নিরীক্ষাশু করেছেন, মনীষ, চন্দন (অভিনেতা -- নির্দেশক) দাপটে তঁ াদের কমিটমেন্টের নাটক সাজাচ্ছেন। গোবরডাঙার আশীস, বহরমপুরের গৌতম - সন্দীপ, শিলিগুড়ির পার্থ - মলয়, হুগলীর সমীর - রঞ্জন, উত্তর ২৪ পরগণার দেবাশিস, গৌতম মুরারি, কিংশুক, শান্তিপুরের কৌশিক, ---স্থিতাবস্থার পাহ ারাদারীর বদলে পালটা হাওয়ায় তুরংগম সন্ধানে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ থেকে সতীনাথ ভাদুড়ী, বুদ্ধদেব বসু থেকে ভীষ্ম সাহ ানী, মহাশ্বেতা দেবী থেকে দেবেশ রায় মাফৌজ থেকে মান্টো -- রসদের খোঁজে এর পরিচিত নাটককায়দের উঠোন পার হয়ে দেশ বিদেশের শক্তিমান সাহিত্যিকদের ভাণ্ডারে হানা দিচ্ছেন, হয়তো কোরামিনের খোঁজে হন্যে হয়ে পথে বিপথে মাথ াকুটেমারা প্রবীনদের হাত থেকে নতুন প্রতিবাদী বর্ণপরিচয়ের পাতা খুলবার যোগ্যতা। এই নগর আর মফঃস্বলের সীমান াভাঙা মহাতণরাইদেখাতে পারবেন অচিরেই। দেশীবিদেশী পুঁজির সর্বপ্লাবী দাপটে কম্পিউটার দশাননের দুরন্ত আগ্র াসনে সিনথেটিক সংস্কৃতির নারকোটি অভিঘাতে যখন সমর্থ মানুষদের সৃজনের, ভাবনার, প্রতিবাদের প্রেষণা স্থবির হতে চলেছে, তখন আমজনতার অলক্ষ্যে গোকুলে বাড়ছে থিয়েটারের ঐসব নবীন কংসারি। হয়তো সুসময়ের দুরাশায় তাই আশা নয় কভু ছলনা।

কারণ যে পারে সে এমনিতেই পারে। শেকস্পীয়র সম্পর্কে ডাক্তার জনসন ১৭৬৫ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, --- 'শেকস্পীয়রের লেখায় কোন মত বা যুক্তি পাবেন না কেউ--- সবকিছু পড়তে হবে নিছক আনন্দলাভের জন্য।' এলিজ াবেথীয় যুগের আয়াসী স্থিতাবস্থার মধ্যে থেকে একজন সমাজসচেতন নাট্যকার শুধু আনন্দলাভের জন্য এতগুলো স্মরণীয় নাটক লিখে গেলেন? তাহলে হ্যামলেট বলে কেন "...though it makes the unskillful laugh, cannot but make the judicious Grieve---" (III,2) সমকালীন ধর্মযাজকরা যখন নারীকে খোদ শয়তানের প্রতিমূর্তি ভাবছেন, সেখানে 'টেমপেস্ট' নাটকে মিরাণ্ডার ইচ্ছাকে মেনে নিতে বাধ্য হন প্রেসপেরো, উইণ্ডসরের গৃহবধুরা নারী লোলুপ ফলস্টাফকে বেদম প্রহার করে। যে হার্মিয়ার পিতা ইজিয়াস আস্ফালন করে "আমার মেয়ে আমারই সম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবরের সঙ্গে

সেও আমার নির্বাচিত জামাই এ বর্তাবে,'' সেই হার্মিয়া নিজের পছন্দমতো মানুষকে বিয়ে করে সুখী হয়, --সার্থক হয় তার ঘোষণা--- 'O hell, to choose love by another's eyes!" কমেডি--- অব্ এররস্--এও এড্রিয়ানা পুষদের সম অধিকার দাবি করে--- " "Why should their liberty than ours be more?"----উদাহরণ আরো বাড়ানো যায়। রাজসভার কবি কালিদাস কি রাজা দুষ্মন্তর নির্মমতাকে সমর্থন করেছেন আর সব সভাসদদের মতো? ---অন্ততঃ অভিজ্ঞান শকুন্তলম পাঠশেষে পরোক্ষ-ভ্রেষ, শকুন্তলার বেদনাদীর্ণ মনের বর্ণনা আমাদের বিপরীত সিদ্ধান্তেই টেনে নিয়ে যায়। ---আসলে অতি সাময়িক ছোট ছোট প্রতিভাবান নাট্যকারদের কাছ থেকে সব যুগেই বার হয়ে আসে। ৬০-৭০ -এর দশকে কয়েক হাজার ঝাণ্ডা ওড়ানো লাল আলো জ্বালানো গণসংগীত শেষ হওয়া প্রতিবাদী নাটক (তখন এসবের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল) এখন একটিও টিকে নেই। কিন্তু রক্তকরবী বেঁচে আছে। শঙ্খ ঘোষ 'চাঁদ বণিকের পালা' পাঠকের রজয়গান লিখেছিলেনসেই নাটকের, ---"প্রতিদিন থেকে চিরদিনের দিকে এগিয়ে যায় যে নাটক, যে নাটক একই মুঠোয় ধরতে চায় ব্যক্তিকে আর সমাজকে,আমাদের অন্তর্জীবনকে আর বহির্জীবনকে।" --স্থিতাবস্থার বিপরীত মেতে দাঁড়িয়ে বারবার ঘরে বাইরে মার খেয়েও অপরাজেয় চাঁদ বণিক শম্ভু মিত্রের নাটকে প্রশ্ন করে "শুধুই মুখোশ, মানুষের মুখ নাই কেনো?" সেই চাঁদই আবার শুনিয়ে যায় শেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন সামাজকে নাড়া দিয়ে নবীন জীবনের আহ্বান---

"এ আন্ধারে চম্পক নগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে
পাড়ি দেও---পাড়ি দেও---'।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com